কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৬৩তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৩তম সভা ৩০/৮/২০০৯খ্রি. তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব হরি পদ মজুমদার, সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি ও পরিচালক বজি প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে অনুরোধ করেন। পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, আলোচ্য বিষয় সমূহ সভায় অবহিত করেন এবং জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে বিশদভাবে উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হল।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

কারিগরি কমিটির ৬২তম সভা গত ২৭/৫/২০০৯ তারিখ ড. ওয়ায়েস কবীর, নির্বাহি চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীটি বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ০৭/৭/২০০৯ইং তারিখের ১০২৫(১৫) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যবিবরনীটির উপর অদ্যাবিধ কোন সদস্যের নিকট হতে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ কোনরুপ মতামত বা মন্তব্য না করায় সভাপতি মহোদয় উক্ত কার্যপত্রটি পরিসমর্থন করা হলো বলে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬২তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫০তম সভার আলোচ্য সূচী-৭ বিবিধ (চ) এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ননোটিফাইড ফসরের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারণের নিমিত্তে পরিচালক (গবেষণা), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরকে আহক্ষায়ক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হচ্ছেন ১। ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া, প্রফেসর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর ২। ডঃ এম এ হামিদ, পরিচালক (গবেষণা), বিনা, ময়মনসিংহ ৩। ডঃ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, বারি, গাজীপুর ৪। জনাব কে এম নজরুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচঅরক, বীজ পরীক্ষাগার, বিএডিসি, বীজ ভবন, গাবতীল ৫। জনাব মোঃ জালাল উদ্দিন, কনসালটেন্ট, সুপ্রীযম সীড কোম্পানী ৬। জনাব মোঃ আজিজুল হক, সিনিয়র প্রোডাকশন ম্যানেজার, ধান বীজ উৎপাদন, ব্র্যাক ও ৭। জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ-পরিচালক (ভ্যারাইটিং টেষ্টিং), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।

উল্লেখিত উপ কমিটি কর্তৃক নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) নির্ধারনের ৩টি সভার মাধ্যমে একটি পূর্ণাংগ প্রতিবেদন কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। বোর্ডের ৫৯তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়টি এসসিএ'র সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সীড সেক্টর/প্রতিষ্ঠানের লিখিত মতামত ও মন্তব্য সংগ্রহপূর্বক আগামী কারিগরি কমিটির সভায় পুনঃউপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয় এ প্রেক্ষিতে কারিগরি কমিটির সকল সদস্যসহ সীড সেক্টরের সকল এসোসিয়েশনের নিকট মতামতের জন্য প্রেরন করা হয় এবং গত ২৩/৩/০৯ ইং তারিখ মহা পরিচালক, বীজ উইং মহোদয়ের সভাপতিত্বে খামারবাড়ী, এইসি কক্ষে প্রাপ্ত লিখিত মতামতের উপর সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী ও প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধির অংশ গ্রহনের মাধ্যমে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রস্তাবিত নন-নোটিফাইড ফসলের বীহমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) কারিগরি কমিটির ৬২তম সভায় পুনঃউপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত নন-নোটিফাইড ফসলের বীজমান ও মাঠমানের (Seed Standard & Field Standard) ক্ষেত্রে সকল ফসরের জন্য ISTA Rule অনুসরনপূর্বক একই প্যারামিটারের মধ্যে সামাঞ্জস্যতা রেখে একটি Pre-face এবং তালিকাসহ আগামী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধন্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৭৫টি নন-নোটিফাইড ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানটি অদ্যকার সভায় পুনঃউপস্থাপন করা হলে সভাপতি মহোদয় উপস্থি সকল সদস্য ও প্রতিনিধির নিকট মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। এ প্রেক্ষিতে জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমানটি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি বৃন্দের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রণয়ণ কর হয়েছে বিধায় ইহা অদ্যকার সভায় অনুমোদন করা যেতে পারে। সভাপতি মহোদয় উল্লেখ করেন যে, দেশে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত সকল শ্রেণীর বীজের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বীজমান মাঠমানটি জাতীয় স্বার্থেই অনুমোদন দেয়া আবশ্যক। বিস্তারি আলোচনার পর নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ননোটিফাই ফসলের প্রস্তাবিত বীজমান ও মাঠমান (Seed Standard & Field Standard) টি অনুমোদনের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত গমের দু'টি ক) বারি গম ২৫ (তিস্তা) এবং খ) বারি গম ২৬ (হাসি) জাত ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বারি গম ২৫ (তিস্তা) ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম ২৫ (তিস্তা) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। নেপালে শংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি আঞ্চলিক নার্সারীর মাধ্যমে ১৯৯৮ সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গভেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল। আমন ধান কাটার পর দেরীতে তবপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী। চার পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৭-৬১ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৬০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শাব্দীর চেয়ে শতকরা ৬-১০ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্রায় লবনাক্ত (৮-১০ মিলিমস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগী। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হালকাভাবে হেলানো (Semi erect) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় খুবই কম সংখ্যক লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মাঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় সরু ও হেলানো (Sloppy), ঠোঁট ছোট (<৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রাহয়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতটি তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। এ জাতের গমের বীজ আকারে বেশ বড়। তাই গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০-১৩০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, রাজশাহী অঞ্চলের ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

খ) বারি গম ২৬ (হাসি)ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে উদ্ভাবিত বারি গম ২৬ (হাসি) একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে তিনটি বিদেশী গম জাতের মধ্যে মংকরায়ণ এবং বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাই করে এজাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এ কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারীতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমানিথ হওঁয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৬৪ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায়ও এ জাতটি ভাল বলে প্রমানিত হয়। জাতটি তাপ সহনশীল,দানা খুবই বড় ও সাদা। আমন ধান কাটার র দেরীতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযোগী। পাঁচ ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেঃ মিঃ। পাতা চওড়া ও গাঢ় সুবজ। শীষ বের হতে ৬০-৬৩ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৪-১১০ দিন সময় লাগে। শীস মাঝারী এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০ টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৫০০-৪৫০০ কেজি এবং দেরীতে বপনে জাতটি শতাব্দীর চেয়ে শতকরা ১০-১২ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। চারা অবস্থায় কুশিগুলো হেলানো (Inter mediate) থাকে। উপরের কান্ডের গিড়ায় প্রচুর লোম (Hair) থাকে। নিশান পাতা চাওড়া ও হেলানো। শীষে, কান্ডে ও নিশান পাতার খোলে মোমের মত মঝারী ঘন আবরণ থাকে। স্পাইকলেটে নিচের গ্লুমের ঘাড় মাঝারী চওড়া ও খাঁজ কাটা, ঠোঁট লম্বা (>১৫.০ মিমিঃ) এবং ঠোঁটে অনেক কাঁটা থাকে। এ জাতটি নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ন মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) বপনের উপযুক্ত সময়। তবে জাতিট তাপ সহনশীল হওয়ায় ডিসেম্বর মাসের ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশী ফলন দেয়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশী হলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

উক্ত জাতটি ২০০৯৮ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী, রংপুর ও কুমিল্লা) ১০টি স্থানে ট্রায়ার্ল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানের মধ্যে ৮টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে এবং রাজশাহী অঞ্চলে ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি মহোদয় উপস্থি সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট থেকে প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি বিষয়ে মতামত আহক্ষান করেন। এ প্রেক্ষিতে ড. মজনুর রহমান, পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র, নসিপুর, দিনাজপুর বলেন যে, প্রস্তাবিত জাত দুটি চেক জাত শতাব্দী হতে শতকরা ৬-১২ ভাগ বেশী ফলন দিয়ে থাকে। জাত দু'টির দানার আকার অন্যান্য ছাড়কৃত জাত হতে বড়। জাত দু'টি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। কৌলিক সারি বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ প্রস্তাবিত বারি গম-২৫ জাতটি লবনাক্ত সহিষ্ণু হওয়ায় দেশের দক্ষিণাঞ্চলে মধ্যম মাত্র লবনাক্ত (৮-১০ কমিলি মোস/সেমে) এলাকায় চাষের উপযোগ। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, প্রস্তাবিত গমের জাত দু'টি তাপ সহনশীল হওয়ায় দেরীতে বপন করা হলেও লন্যান্য জাতের চেয়ে আনুপাতিক হারে বেশী ফলন দিয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ জাতের লবনাক্ত সহিষ্ণুতা প্রমাণের জন্য স্যালাইন প্রবন এলাকায় ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে উক্ত ট্রায়াল মূল্যায়ন দল কর্তৃক পরিদর্শন করানো হয়েছিল কি না। তিনি আরো বলেন জাত দু'টির ক্ষেত্রে তাপ সহিষ্ণু হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আবেদন ফরমে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, জাতয়ি বীজ বোর্ডে সুপারিশ করতে হলে লবনাক্ত সহিষ্ণুতা এবং তাপ সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে Data থাকতে হবে। ড. নরেশ চন্দ্র দেব বর্মন, পিএসও, বারি জানান যে, দেশের দক্ষিণাঞ্চলে (Southern belt) এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং এর স্বপক্ষে তথ্যাদি গম গবেষণা কেন্দ্রের নিকট রয়েছে। ড. এম এ রাজ্জাক, প্রাক্তন মহা পরিচালক, বারি বলেন যে, গম গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ Unfavourale Condition এ গমের লবনাক্ত সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে উদ্যোগ নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রসংশনীয় কাজ। জাত দু'টি ছাড় করনের বিষয়ে মাঠ মূল্যায়ন দলের সন্তোষজনক মন্তব্য রয়েছে বিধায় দু'টি জাতকেই ছাড়করণ করা যেতে পারে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মোঃ আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন যে, তাপ সহিষ্ণু প্রমানের ক্ষেত্রে optimum time & late sowing এ যদি আনুপাতিক হারে সন্তোষজনক ফলন দেয় তবেই তাপ সহিষ্ণু জাত হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্ন বর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনসিটিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রস্তাবিত বারি গম ২৫ (তিস্তা) এর ক্ষেত্রে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লবনাক্ত সহিষ্ণুর স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্য এবং সেই সাথে প্রস্তাবিত বারি গম-২৬ (হাসি) এর ক্ষেত্রে তাপ সহিষ্ণুতার স্বপক্ষে পর্যাপ্ত তথ্যাদিসহ আগামী কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে (দায়িত্ব ঃ গম গবেষণা কেন্দ্র ও এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত আলুর চারাটি জাত ক) মেরেডিয়ান খ) ইনোভেটর গ) লরা ও ঘ) আলমেরা যথাক্রমে বারি আলু ৩০, বারি আলু ৩১, বারি আলু ৩২ এবং বার আলু ৩৩ জাত ছাড়করণ প্রসংগে।

ক) বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে জার্মানীর জাত মেরিডিয়ান প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব কর হায়েছে।

এ জাতটির গাছ সুবজ বর্ণের দাতালো কাড ও মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও সবুজ, গোড়ার দিকে বেগুনী নীল বর্ণের। কান্ড খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। পাতায় ও কান্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি। আলুর রং সাদা, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর। বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতিট ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে সর্বাধিখ জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীকষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩১.০৭ এবং ৩৩.০৪ টন পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন ছিল যথাক্রমে ৩১.৮২ এবং ২৫.২৯ টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছিল ২৮.৭৯ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই।

ইক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৬টি স্থানেই চেকজাত ডায়ামন্ট থেকে ফলন বেশী হওয়ায় মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করণের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

খ) বারি আলু-৩১ (ইনোভেটর)ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "ইনোভেটর" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্নগুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল ফলন দেওয়ায় এ জাতিটকে নির্বাজন করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ সুবজ বর্ণের ঢেউ খেলানো কান্ড ও মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৫/৬টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও সবুজ। কান্ড খাড়া আংশিখ হেলানো,পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। পাতায় ও কান্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। ৯০-৯৫ দনিে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলু রং রালচে বাদামী, চামড়া অমসৃন। আলু শাসের রং হালকা হলুদভা। ছোখ অগভীর।
বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিখ জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৯.৩৩ এবং ২৬.৬৫ টন পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন ছিল যথাক্রমে ৩১.৮২ এবং ২৭.১৭টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছিল ৩০.৭৯ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই।

উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চরের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানের মাঠ মূল্যালয়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই এবং ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত ম্যূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উস্থাপন করা হয়।

গ) বারি আলু-৩২ (লরা) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েছে। এদরে মধ্যে জার্মানীর জাত "লরা" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে।
এ জাতটির গাছ ছড়ানো, মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কান্ড থঅকে। কান্ড শক্ত ও নীল বেগুনী বর্ণের মিশ্রণ দেখা যায়। প্রান্তীয় পাতা একক পাতার সাথে সংযুক্ত থাকে। পত্র সবুজ নীল বর্ণের। পাতায় ও কান্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকার ও মাঝারী আকৃতির। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা গভীর।
বিগত কয়েক বৎসরের গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ২৮.৫০ এবং ২৬.৪৩ টন পাওয়া গেলে সে ক্ষেত্রে ডায়ামন্টের ফলন ছিল যথাক্রমে ৩১.৮২ এবং ২৭.১৭ টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছির ৩১.৯৩ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট ও কার্ডিনালের মতই।
উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ২টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই এবং ২টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়ালকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

ঘ) বারি আলু-৩৩ (আলমেরা) ঃ কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে বিগত কয়েক বছর যাবত দেশের কিছু বিদেশী জার্মপ্লাজম প্রক্রিয়অজাতকরণের লক্ষ্যে টিসিআরসি কর্তৃক মূল্যায়িত হয়েচে। এদের মধ্যে হল্যান্ডের জাত "আলমেরা" প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে যা এ বৎসর জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন গুণাগুণের ভিত্তিতে ভাল ফলন দেওয়ায় এ জাতটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ জাতটির গাছ সুবজ বর্ণের দাতালো কান্ড ও মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কান্ড থাকে। কান্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাজারী ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃন। আলুর শাসের রং হালকা হলুদাভ। চোখ অগভীর।
বিগত কয়েক বৎসরে গবেষণায় দেখা যায়, এ জাতটি ফলনের দিক দিয়ে বাংলাদেশে সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত ডায়ামন্ট এর সমকক্ষ। গত দুই বৎসরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষায় গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৩৬.৩৪ এবং ২৭.১৭ টন। কৃষকের মাঠে এ জাতটির ফলন ছিল ২৭.৬১ টন। স্বাভাবিক পরিবেশে জাতটি সংরক্ষণ ক্ষমতা বাংলাদেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট ও কার্ডিনালের মতই।
উক্ত জাতটি ২০০৯ সনে দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) ৬টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৬টি স্থানের মধ্যে ৩টি স্থানে মাঠ মুল্যায়ন দল কর্তৃক জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করা হয়েছে, ২টি স্থানে ছাড়করণের পক্ষে সুপারিশ করে নাই এবং ১টি স্থানে পুনঃট্রায়ালের সুপারিশ করা হয়েছে।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে প্রস্তাবিত জাতটির ডিইউ টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে। সম্পাদিত ডিইউএস টেষ্ট ফলাফল, ট্রায়লকৃত মূল্যায়ন ফলাফল এবং ছাড়করনের আবেদন ফরমসহ উপস্থাপন করা হয়।

সভাপতি মহোদয় প্রস্তাবিত আলু জাত চারটির বিষয়ে টিসিআরসি'র মতামত জানতে চান। পরিচালক, টিসিআরসি'র পক্ষে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু জাত চারটির বিশদ বিবরণ দিয়ে চেক জাতের চেয়ে ফলনের তারতম্য ও রোগ বালাই সহিষ্ণু বলে উল্লেখ করেন। জনাব মাহবুব আনাম, সভাপতি, সীড গ্রোয়ার, ডিলার এন্ড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন জানতে চান যে, "মেরেডিয়ান" জাতটি কোন কোম্পানী কর্তৃক সর্বপ্রথম টিসিআরসি'র নিকট জমা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডুয জানান যে, তাদের রেকর্ডে ইস্ট ওয়েস্ট বাংলাদেশ লিঃ কর্তৃক ২০০৪ সালে সর্ব প্রথম টিসিআরসি'র নিকট জমা দেয়া হয়েছে। জনাব এফ আর মালিক, প্রোপ্রাইটর মল্লিকা সীড কোম্পানী বলেন যে, একটি আলু জাত টিসিআরসি'র নিকট জমা দেয়া হয়েছে। জনাব এফ আর মালিক, প্রোপ্রাইটর মল্লিকা সীড কোম্পানী বলেন যে, একটি আলু জাত টিসিআরসি'র মাধ্যমে ছাড়করণ করতে প্রায় ৫ থেকে ৬ বছার লেগে যায় যা অত্যন্ত সময় স্বাপেক্ষ ব্যাপার। তিনি হাইব্রিড ধানের অনুরুপ আলু ফসলকেও এসসিএ কর্তৃক পরপর দু' বছর ট্রায়ালের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় ছাড়করনের জন্য অভিমত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে আজিজুল হক, যুগ্ম পরিচালক, বিএডিসি (আলু) বলেন যে, Good quality variety প্রাপ্তির জন্য যতটুকু সময় দেয়া দরকার তা দিতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন পূর্বে ছাড়কৃত আলু প্রভেন্টু ও ফেলসিনা নিয়ে বিএডিসিকে বেশ বিড়ম্বনায় পড়তেহ হয়েছে। তিনি বিএডিসিকে আলু মূল্যায়ন দলে সম্পৃক্তকরনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। জনাব মোঃ গোলাম সোবহানী, আরএফও, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বগড়া বলেন যে, সঠিক ফলাফল নিরুপনের নিমিত্তে ট্রায়ালকৃত আলুর (Generaton) এবং চেক জাতের আলুর Generation এক হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান যে, একটি আলুর জাত আমদানীর বছর থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পন্ন করে ছাড়করন করতে কত বছর সময় লাগে। জবাবে ড. মোহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি বলেন যে, একটি আলুর জাত ছাড়করন করতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক তিন বছর সময় নির্ধঅরন করা হয়েছে। ড. আবদুল কাদের, সভাপতি এগ্রিকন বলেন যে, দেশে বর্তমানে ডায়মন্ট জাত ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য জনপ্রিয় ভাল আলু জাত নেই। তাই এই মুহুর্তে নুতন কিছু ভঅল আলু জাত ছাড়করণের প্রয়োজন রয়েছে। ড. মোহাম্মদ হোসেন, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, টিসিআরসি বলেন যে, প্রস্তাবিত চারাটি আলু জাতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষনে দেখা যায় ফলন ও অণ্যঅন্য গুণাবলীর ক্ষেত্রে দেশের জনপ্রিয় জাত ডায়মন্ট ও কার্ডিনালের প্রায় সমকক্ষ। তিনি আরো বলেন প্রস্তাবিত জাতগুলোকে অনুমোদন না দিলে পরবর্তীতে এ জাত গুলোর আর ট্রায়ালের সুযোগ থাকবে না। তাই প্রস্তাবিত চারাটি জাতকেই ছাড়করনের পক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন প্রোপ্রাইটর, মেসার্স এ জে এন্টারপ্রাইজ বলেন যে, " মেরেডিয়ান" জাতটি জার্মানীর নরিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক উদ্ভাবিত। উক্ত কোম্পানীর সাথে তাদের গত বছর MOU সম্পাদন করা হয়েছে যার যথেষ্ট প্রমান পত্র তার কাছে রয়েছে। প্রয়োজনে সমস্ত ডকুমেন্ট তিনি সরবরাহ করবেন বলে সভাকে জানান। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন যে, "মেরিডিয়া" জাতটির মালিকানা দাবি করে একটি প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন আলুর জাত ছাড়করনের বিষয়ে সময় কমানোসহ আরো সহজ পদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সেই সাথে আলু আমদানীর সত্বাধিকার কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় এ বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত-১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত বারি আলু-৩০ (মেরেডিয়ান) জাতটি সফল মাঠ মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো। তবে জাতটির স্বত্ব নির্ধারণ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত-২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত বার আলু-৩১ (ইনোভেটর), বারি আলু-৩২ (লরা) ও বারি আলু-৩৩ (আলমেরা) জাত তিনটি টিসিআরসি কর্তৃক পুনঃট্রায়াল করবে। (দায়িত্ব ঃ টিসিআরসি ও এসসিএ)।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ বোরো/২০০৮-২০০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহন বোরো/২০০৮-২০০৯ মৌসুমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ ৫৪টি হাইব্রিড ধান বীজ কোম্পানীর সর্বমোট (১ম বর্ষ ৫১টি, ২য় বর্ষ ২৬টি এবং পুনঃট্রায়ালকৃত ২২টি) ৯৯টি হাইব্রিড ধানের জাত দেশের ৬টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর) অনষ্টেশন ও অনফার্মে মোট ১২টি লোকেশনে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। উক্ত ট্রায়াল সুষ্ঠু বাস্তাবায়নের নিমিত্তে উল্লেখিথ ৯৯টি জাত ৬টি সেটে প্রত্যেক সেটে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিন পর্যন্ত) হাইব্রিড জাতের সাথে ব্রি ধান-২৮ এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ দিনের উর্ধ্বে) ব্রি ধান-২৯ চেক জাত হিসেবে ব্যবহার করে ৬টি সেটে যথাক্রমে সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৪২৭ থেকে এইচ-৪৪৪), B সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৪৪৫ থেকে এইচ-৪৬২), C সেটে ১৮টি (কোড নং এইচ-৪৬৩ থেকে এইচ-৪৮০), D সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-৪৮১

থেকে এইচ-৪৯৯), E সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-৫০০ থেকে এইচ-৫১৮) এবং F সেটে ১৯টি (কোড নং এইচ-৫১৯ থেকে এইচ-৫৩৭) সর্বমোট ১১১টি জাতের (চেকজাতসহ) ট্রায়াল বাস্তাবায়ন করা হয়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক যথসময়ে উল্লেখিথ ট্রায়াল সমূহের মাঠ মূল্যায়িত হওয়ার পর প্রাপ্ত ফলাফল "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিন্ধিকরণ পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক এসসিএ কর্তৃক বিশ্লেষন করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড জাতের লোকেশনওয়ারী প্রাপ্ত জীবনকালের ভিত্তিতে স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন ১৫০দিন পর্যন্ত হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৮ চেক জাতের সাথে এবং দীর্ঘ জীবনকাল সম্পন্ন (১৫০ কদিনের উর্ধেক্ষ) হাইব্রিড জাতগুলো ব্রি ধান-২৯ চেক জাতের Heterosis% বিশ্লেষণ পূর্বক A,B,C সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৮ পর্যন্ত এবং D,E, & F সেট এর জন্য Table No. ১ থেকে ১৯ পর্যন্ত অঞ্চলভিত্তিক ফলাফলের বিশ্লেষিত তথ্য এবং প্রত্যেক সেটে সংযুক্ত একটি Summary table এ গড় ফলন এবং Summary table এ কোড ওয়ারী Heterosis % সন্নিবেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, যে সকল জাতগুলোর পরপর ১ বছর ট্রায়াল সম্পন্ন হয়েছে সে সকল জাতগুলোর ক্ষেত্রে ১ম বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এবং ২য় বছরের প্রাপ্ত অনষ্টেশন ও অনফার্মের Heterosis% এর গড় ফলন একের অধিক স্থানে উভয় ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২০% বেশী হওয়া সাপেক্ষেই সংশ্লিষ্ট জাতগুলোকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্য সাময়িক নিবন্ধনের বিধান রয়েছে। পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে অনুরুপভাবে অনষ্টেশন ও অনফার্মের ৪/৩/২ বছরের গড় ফলনের Heterosis % বিশ্লেষনের মাধ্যমে ফলাফল বিবেচনা করা যেতে পারে (A,B,C,D,E & F সেট এ সংযোজিত তথ্য দেখা যেতে পারে)।

হাইব্রিড ধানের জাত উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান/বীজ কোম্পানীর নামসহ ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত জাতসমূহের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম	নং	কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের নাম	জাতের নাম
১	লিলি এন্ড কোং	লিলি-১ (Lily-1) পুনঃ	২২	আলফা সীড ইন্টারন্যাশনাল	গোল্ডেন-১ ২য়
	লিলি এন্ড কোং	লিলিমতি (CNR-203)(Aromatic)	২৩	আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	এইচবি-০৯ পুনঃ
২	কারনেল ইন্টান্যাশনাল	চায়না কিং-২ (LEYOU 5178) ২য়		আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	জাগরণ-৪ (HE 88)
৩	থ্রী এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	সৌরভ-১ (CD3S-1)		আয়শা আবেদ ফাউন্ডেশন	জাগরণ-৫ (HE 25)
	থ্রী এস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড	সৌরভ-২ (CD3S-2)	২৪	নর্দান সীড লিমিটেড	মঙ্গল (Hejia 909) ২য়
৪	ম্যাকডেনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিমিটেড	সফল-১ (II-383)		নর্দান সীড লিমিটেড	সচল (RN-001) ২য়
৫	গোল্ডেন ভ্যালী	ভ্যালী-২ (HF-117)		নর্দান সীড লিমিটেড	কল্যাণ (Goldoctor No.7)
৬	সিদ্দিকীস সীডস	মানিক-২ (HG-202) পুনঃ	২৫	পাথরাজ এগ্রো বিজনেস লিঃ	সজন (Hejia 808) ২য়
	সিদ্দিকীস সীডস	মানিক-৬ (HG-505)	২৬	মেটাল সীড লিঃ	HRM-604 (MS 01) ২য়
৭	ওয়ার্ল্ড কিং সীড	সোনা রং-১ (KTK-3) ২য়		মেটাল সীড লিঃ	HAIYU-3 (অগ্রনী ৯)
	ওয়ার্ল্ড কিং সীড	সোনা রং-২ (KTK-5) ২য়		মেটাল সীড লিঃ	সাফল্য-১ (JKRH-401)
৮	পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-৩ (Hejia0177)	২৭	এলিট এগ্রি জেনেটিকস	HRM-701 (এলিট-২) ২য়
	পেট্রোকেম বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-৪ (Hejia-188)	২৮	লাল তীর সীড লিঃ	ময়না (HTM-303) পুনঃ
৯	পেট্রোকেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	মুক্তা ধান (RP 703)		লাল তীর সীড লিঃ	বলাকা (TPN-001)
	পেট্রোকেম ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ	চিনা ধান (RP 704)		লাল তীর সীড লিঃ	HTM-909
১০	ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-১ (QY-025)	২৯	নর্থ সাউথ সীড লিঃ	টিয়া (HTM-707) পুনঃ
	ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিসেস বাংলাদেশ লিঃ	পায়োনিয়ার-২ (QY-033)		নর্থ সাউথ সীড লিঃ	HTM-103
১১	জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড	বাংলা সীডস-১ (JBSS-13)	৩০	চেঙ্গ ক্রপ সায়েন্স বাংলাদেশ লিঃ	সবুজ সাথী (HTP-22) ২য়
	জায়েন্ট এগ্রো প্রসেসিং লিমিটেড	বাংলা সীডস-২ (MF-18)	৩১	ইনোভেটিভ সীডস এন্ড পেষ্টিসাইড লি	মমতা-১ (ISP-009) (নিজস্ব ভাবে উদ্ভাবিত)
১২	নিপা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	টিকে-২ (সৌভাগ্য ধান-২) পুনঃ	৩২	ইস্পাহানী ফুডস লিঃ	রবি (JBS-14)
	নিপা ট্রেডিং ইন্টারন্যাশনাল লিঃ	টিকে-৭ (সৌভাগ্য ধান-৩) পুনঃ		ইস্পাহানী ফুডস লিঃ	নবান্ন (JBS-17)
১৩	সুপার সীড কোম্পানী	সুপার-১ (JF-901)	৩৩	এসিআই এগ্রি কেমিক্যালস লিঃ	ফলন-১ (GH-12) পুনঃ
১৪	ফিনিক্স ফিড মিল লিঃ	সুপার পাওয়ার-১ (T300.5) ২য়		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	রাজকুমার (GH-14) পুনঃ
	ফিনিক্স ফিড মিল লিঃ	সুপার পাওয়ার-৩ (T618) ২য়		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	সম্পদ (93024) পুনঃ
১৫	মল্লিকা সীড কোং	Yuans Basmoti-1 (Aromatic) ২য়		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	শংকর-৩ (Hejia-303) ২য়
১৬	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	রাডার (NK 5017)	৩৪	এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	প্রতীক (BRS 6095)
	সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	রাডার (NK 6754)		এসিআই ফরমোলেশন লিঃ	শাহী (JA-F2)
১৭	কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান	যমুনা-২ (QDR6)	৩৫	এসিআই লিঃ	রোপা (ফলন-২ BRS 694) পুনঃ
	কৃষি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান	যমুনা-৩ (CD42)		এসিআই লিঃ	এসিআই-১ (TSS 64) পুনঃ
১৮	ন্যাশনাল এগ্রোকেয়ার	সোনাল (NP-3114)		এসিআই লিঃ	এসিআই-২১ (TSS 68) পুনঃ
১৯	সুপ্রিম সীড কোং লিঃ	হাইব্রিড হীরা-৫ পুনঃ		এসিআই লিঃ	গোলা (BRS-8096)
	সুপ্রিম সীড কোং লিঃ	হাইব্রিড হীরা-১১ (HSMY-18)	৩৬	এপেক্স লেদার ক্রাপট লিঃ	সেরা (BRS 696) পুনঃ
২০	মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ	হাইব্রিড হীরা-৬ (HS-48) পুনঃ		এপেক্স লেদার ক্রাপট লিঃ	শংকর-১ (Hejia-101) ২য়
	মিতালী এগ্রো সীড ইন্ডাষ্ট্রিজ	হাইব্রিড হীরা-১২ (HSN-2)	৩৭	এসিআই মটরস লিঃ	মুকুট (BRS-6094)
২১	সুপ্রিম সীড কোং	হাইব্রিড হীরা-৪ (HS Q-1) ২য়		এসিআই মটরস লিঃ	ঝিলিক (BRS-693)

৩৮	হিমদ্রী লিঃ	মনিহার-৫ (LE-008)	৪৮	এম কে সীড এবং এগ্রিকালচার ইন্ডাস্ট্রি লিঃ	স্বর্ণলতা
৩৯	হিমদ্রী লিঃ	মনিহার-৬ (LE-021)	৪৯	ইউনাইটেড সীড স্টোর	মধুমতি-২ (WBR-2) পুনঃ
	নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল কোং	বালিয়া-১ (নিজস্ব ভাবে উদ্ভাবিত)		ইউনাইটেড সীড স্টোর	মধুমতি-৮ (WBR-8) ২য়
	নর্দান এগ্রিকালচারাল এন্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল কোং	মনিহার-৭ (JBS-17-1)	৫০	এনার্জি প্যাক	এগ্রোজি-১ (EAL-9201) পুনঃ
৪০	আর এ কে এগ্রো	নূর (CD9S-1)		এনার্জি প্যাক	এগ্রোজি-২ (EAL-9202) পুনঃ
	আর এ কে এগ্রো	আমীর (CD9S-2)	৫১	টেক এডভান্টেজ	টেক-১ (TAL-9205) ২য়
৪১	মারজান সীড কোম্পানী	সোনারতরী (HI-Tech-098) ২য়		টেক এডভান্টেজ	টেক-২ (TAL-9206) ২য়
৪২	ট্রপিক্যাল এগ্রোটেক	লিলি-১০ (CN-8101) ২য়	৫২	বায়ার ক্রপ সায়েন্স	অ্যারাইজ তেজ (এইচ ৯৬১১০) পুনঃ
৪৩	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	পদক্ষেপ-২ (HP-2) ২য়		বায়ার ক্রপ সায়েন্স	অ্যারাইজ ধানী (এইচ ০৭০০২) পুনঃ
	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	পদক্ষেপ-৩ (HP-3) ২য়		বায়ার ক্রপ সায়েন্স	এইচ সি এইচ ১২৭ ২য়
৪৪	নাফকো প্রাঃ লিঃ	নাফকো-১০৮ (Q 108) ২য়		বায়ার ক্রপ সায়েন্স	সি জে ওয়াই ৫২৭
৪৫	ব্র্যাক	ব্র্যাক-০৫ (শক্তি-০২) ২য়	৫৩	ইস্পাহানী মার্সে লিঃ	কৃষক বন্ধু (JBS-14-1)
	ব্র্যাক	ব্র্যাক-০৬ (শক্তি-০৩) ২য়		ইস্পাহানী মার্সে লিঃ	আগমনী (JBS-17-4)
৪৬	বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনঃ	ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ ২য়	৫৪	আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	এল পি-৭৩৮
৪৭	আলমগীর সীড কোম্পানী	চমক-১ পুনঃ			

সভাপতি মহোদয় উত্থাপিত বোরো/২০০৮-২০০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ফলাফলের উপর সকল সদস্যবৃন্দের মতামত চাওয়া হলে ড. জুলফিকার, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক, হাইব্রিড রাইচ, ব্রি বলে যে, জাত প্রদানকারী কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ফসল কর্তনের সময় উপস্থি থাকতে হবে। শুধু এফও এবং আরএফও এককভাবে দায়িত্ব পালন করা সমীচিন হবে না, তবে কিভাবে করলে ভাল হবে তা কমিটির সকলের মতামত প্রয়োজন। একটি কোম্পানী ২ এর অধিখ জাত দিতে পারবে না। বলে তিনি মতামত দেন। কারন হিসেব উল্লেখ করেন যে, ২ এর অধিখ নমুনা ট্রায়াল দিলে প্রতি মৌসুমে যে, বিপুল সংখ্যক নমুনা ট্রায়অল স্থাপন করতে হয় তা সার্বিক ব্যবস্থাপনাসহ ডাটা সংগ্রহ অসুবিধা হয়। ব্যাপক সংখ্যক ট্রায়াল যথাযথ সম্পন্ন করে সমন্বয় সাধনসহ তথ্য উপাত্ত যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল ও আনুসাংগিক সুবিধ এসসিএ'র অভাব রয়েছে। দেখা যায় যে বিধিগত দূর্বলতার সুযোগে একই কোম্পানী ৫ বা তার অধিক সংখ্যক হাইব্রিড লাইন এসসিএতে ট্রায়ালের জন্য জমা দিয়ে থাকে। জনাব মোঃ শাহাজাহান আলী, এডভাইজার, পেট্রাকেম বাংাদেশ লিঃ বলেন যে অনেক স্থঅনে ফসল কর্তনের সময় একই তারিখ হওয়ায় কোম্পানীর পক্ষে সকল স্থানে যোগদান করা সম্ভব হয় না।। তিনি আরো বলেন লোকেশনের মাটি এবং আবহাওয়াগত ভিন্নতার কারনে ফলাফল পার্থক্য হয়ে থাকে। ড. আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা) বিনা বলেন যে, হাইব্রিড ধানের Heterosis, standard, চেক জাতের সাথে সর্বোচ্চ ৩০% হতে পারে। কারন Inbreeding hybrid line ধানের Heterosis ৩০% হওয়ার কথা। কিন্তু কুমিল্লা অন ফার্ম ট্রায়ালে প্রায় সব হাইব্রিড লাইন হতে ৩১% হইতে ১০১% Heterosis দেখানো হয়েছে। ফলে উক্ত হাইব্রিড ধানের Heterosis স্বাভাবিক ধানের Heterosis এর সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জনাব ফররুখ হোসেন, সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ বলেন যে, হাইব্রিড লাইন এর DNA Test করলে চীন হতে আমদানীকৃত একই জাত বিভিন্ন কোম্পানী কর্তৃক আমদানী বন্ধ হয়ে যাবে। ড. মতিয়ার রহমান, পরিচালক, নর্দান সীড বলেন যে, ব্রিতে সমস্ত হাইব্রিড লাইনগুলো এক বৎসর ট্রায়াল করলে এবং এসসিএতে এক বৎসর ট্রায়াল করলে এমনিতেই জাত বাছাই হয়ে যাবে। ড. আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন মূল্যায়ন কমিটির সম্মানীত সদস্যগন, কর্তন ও ওজন সম্পন্ন হওয়ার পরপরই On the spot ওজন স্থলে কমিটির সদস্যগণের স্বাক্ষর দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত বোরো/০৮-০৯ মৌসুমের ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের ব্রি কর্তৃক পরীক্ষিত এ্যামাইলোজ % ফলাফল বিষয়ে জানতে চান। এ প্রেক্ষিতে জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, পিএসও এবং প্রধান শস্যমান ও পুরিষ্ট বিভাগ, ব্রি বলেন যে, বোরো/০৮-০৯ মৌসুমে ব্রি'র জিকিউএন পরীক্ষাগারে এসসিএ কর্তৃক সরবরাহকৃত মোট ৯৯টি হাইব্রিড জাতের এ্যামাইলোজ % পরীক্ষা করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন ১৩% থেকে সর্বোচ্চ ২৫% পর্যন্ত এ্যামাইলোজ % পাওয়া গিয়েছে যা কোড আকারে সরবরাহকৃত ফলাফলে দেখানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে ড. জুলফিকার, পরিচালক, (প্রশাসন), ব্রি বলেন যেহেতু অধিকাংশ হাইব্রিড জাত গুলোই চীন থেকে আমদানী করা সে কারণে আমাদের দেশে উদ্ভাবিত ইনব্রিড জাত থেকে এ্যামইলোজ % কম হওয়াটাই স্বাভাবিক।

ড. খালেকুজ্জামান আকন্দ চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি জানতে চান যে, মধ্যম মাত্রার এ্যামাইলোজ % অর্থাৎ যাতে ভাত বেশী আঠালো হবে না এর পরমাণ কত নির্ধারন করা যেতে পারে। জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, পিএসও এবং পধান শস্যমান ও পুষ্টি বিভাগ, ব্রি উল্লেখ করেন যে, ব্রি কর্তৃক উদ্ভাবিত বিআর-২৬ এর Amylose % ২৩% হওয়ায় আঠালো হওয়ার দরুন ভঅত অনেকেই পছন্দ করে না। তিনি আরো উল্লেখ করেন পরীক্ষিত ৯৯টি হাইব্রিড জাতের মধ্যে মাত্র ৬টি জাতের Amylose % সর্বোচ্চ ২৫ পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে যা ব্রি'র জাত সমূহে Standard এর মধ্যে পড়ে। জনাব হরি পদ মজুমদার, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, দেশে ইতোমধ্যে অনেকগুলো হাইব্রিড জাতের চাষাবাদ হচ্ছে তাই ভবিষ্যতে নতুন হাইব্রিড জাত নিবন্ধনের পূর্বে অবশ্যই সন্তোষ-জনক Amylose % বিবেচনায় আনা আবশ্যক। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, দেশে খাদ্য ঘাটতিপূরণে হাইব্রিড ধানের ভূমিকা অবশ্যই

গুরুত্বপূর্ণ। তাই যাতে দেশে ফলনের উপর কোন বিরুপ প্রভাব না পড়ে সে দিক লক্ষ্য রেখে নতুন জাত নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রার Amylose % বিবেচনায় আনার কথা বলেন। ড. আবদুস ছালাম, পরিচালক (গবেষণা), বিনা বলেন যে, যেহেতু বিআর-২৬ জাতের Amylose % ২৩ হওয়ায় ভাত আঠালো হওয়ার দরুন আমাদের দেশের চাষীদের মধ্যে এ জাতটি জনপ্রিয় হচ্ছে না সে কারণে আগামীতে সকল হাইব্রিড জাতের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে মধ্যম মাত্রা হিসেবে নূন্যতম ২৪% Amylose বিবেচনা করা যেতে পারে। ড. এস বি নাসিম সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনার্জিপ্যাক বলেন যে, পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে সব বছরের ট্রায়ালের গড় ফলন না করে শেষের পরপর দুই বছরের ট্রায়ালের গড় ফলন বিবেচনায় আনার জন্য মত প্রকাশ করেন। ড. মোঃ নাসির উদ্দিন, কনসালটেন্ট, ইউনাইটেড সীড স্টোর ৪র্থ ও ৩য় বর্ষ উভয় ধরনের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে শেশেষর পরপর দুই বছরের ফলাফল বিবেচনায় আনার মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্সিতে সভাপতি মহোদয় পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে শেষের পরপর দুই বছেরের ফলাফল বিবেচনায় আনার মতামত ব্যক্ত করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে পরপর দুই বছরের গড় ফলনের বিবেচনার নিয়ম নীতি বিষয়ে জানতে জাওয়া হলে জনাব আবদুর রহিম হাওলাদার, উপ পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী উল্লেখ করেন যে, "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধন বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন দিক নির্দেশনা নেই। তিনি আরো বলেন পুনঃ ট্রায়ালের ক্ষেত্রে যথারীতি ৩ বছর ও ৪ বছরের অনষ্টেশন ও অনফার্মের গড় ফলন ২০% বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪তম সভঅয় ব্র্যাকের এইচবি-৮ জাতটি ৩ বছরের পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে ১ম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষের পরপর দুই বছরের ফলাফল বিবেচনায় এনে রাজশাহী অঞ্চলে নিন্ধনের অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। জনাব এফ আর মালিক বলেন যে, মল্লিকা সীড কোম্পানীর এরোম্যটিক (বাসমতি-১) হাইব্রিড জাতটি গত বছর ব্রিধান-২৮ এর সাথে তুলনা করে ছাড়করনের সিদ্দান্ত ছিল। এ প্রেক্ষিতে সভাতি মহোদয় বলেন পূর্বে এ ধরনের সিদ্ধান্ত থেকে থাকলে তাই বিবেচতি হবে। আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কর্তৃক ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড ধানের গোপনীচ কোড (এসসিএ কর্তৃক সংরক্ষিত) উন্মুক্ত করেন এবং ফলাফল Compilation পূর্বক উপস্থাপন করতে বলেন। অতঃপর compilation Report উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক সর্বসম্মাতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৭-২০০৮ এবং ২০০৮-২০০৯ বোরো মৌসুমে হাইব্রিড ধানের ট্রায়ালকৃত অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে ২ বছরের কগড় ফলন একের অধিক স্থানে ২০% আর অধিখ হয়ো সাপেক্ষে নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে সাময়িকভাবে ও শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপরিশ করা হলো ঃ

ক) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ব্রি হাইব্রিড ধান-৩ জাতটি কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৯৫ ও এইচ-৪২৯)।

খ) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর মালতি-৮ (WBR-8) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৫৭ ও এইচ-৪৩১)।

গ) কার্নেল ইন্টারন্যাশনাল এর চায়না কিং-২ (LE You 5178) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং- এইচ-৩৫৪ ও এইচ-৪৩৩)।

ঘ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক-৫ (শক্তি-২) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৮১ ও এইচ-৪৩৬)।

ঙ) মেটার সীড কোং লিঃ এর HRM-604 (MS-01) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৯০ ও এইচ-৪৪১)।

চ) আলফা সীচ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর গোল্ডেন-১ হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোনড নং এইচ-১৪৩ ও এইচ-৪৪৩)।

ছ) ব্র্যাক এর ব্র্যাক-৬ (শক্তি-৩) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৮৮ ও এইচ-৪৫০)।

জ) নর্দান সীড লিঃ এর সচ্চল (RN-001) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৪৪ ও এইচ-৪২৮)।
ঝ) এ সি আই ফরমোলেশণ এর শংকর-৩ (Hejia-101) হাইবিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৭৬ ও এইচ-৪৫৬)।

ঞ) নর্দান সীড লিঃ এর মঙ্গল (Hejia-909) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্র সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং এইচ-৩৫৬ ও এইচ-৪৫৮)।

ট) ট্রপিকেল এগ্রোটেক এর লিলি -১০ (CN-8101) হাইব্রিড জাতটি মংমনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (১ম ও ২য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৭১ ও এইচ-৫১৬)।

সিদ্ধান্ত-২ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৪ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসরনে পুনঃট্রায়ালের ৩ বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষে পরপর দুই বছরের গড় ফলন এবং ৪ বছরের ট্রায়ালের ক্ষেত্রে ১ম বছরের ফলাফল বাদ দিয়ে শেষের তিন বছরের গড় ফলন বিবেচনায় এনে অনষ্টেশন ও অনফার্মে উভয় ক্ষেত্রে চেকজাত থেকে গড় ফলন ২০% এর অধিক হওয়ায় নিম্ন বর্ণিত জাতগুলিকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে ও নিম্ন বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীজ বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো ঃ
ক) লিলি এন্ড কোং এর পুনঃট্রায়ালকৃত লিলি-১ (CNR-5104) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোডনং-এইচ-৩০৫ ও এইচ-৪৬৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধরন করা হয়েছে।

খ) সিদ্দিকীস সীডস কোং লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত মানিক-২ (HG-202) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৩২ ও এইচ-৪৭০)। উল্লেখ্য যে, এজাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

গ) মিতালী এগ্রো সীড লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত হাইব্রিড হীরা-৬ (HS-48) হাইব্রিড জাতটি কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৯ ও এইচ-৪৭৭)। উল্লেখ্য যে এ জাতটি ইতোপূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঘ) এ সি আই এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত Rupa (Folon-2 BRS-694) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলেঅ (২য় ও ৩য় বর্সে যথাক্রমে কোড নং-এইচ- ২৯৪ ও এইচ-৪৬৮)।

ঙ) এপেক্স লেদার ক্রাপ্ট লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত সেরা (BRS-696) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করাহলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৬ ও এইচ-৪৭১)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধ করা হয়েছে।

চ) এনার্জি প্যাক লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এগ্রোজি-১ (EAL-9201) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা ও যশোর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৩১ ও এইচ-৪৬৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভঅবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ছ) এনার্জি প্যাক লিঃ এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত এগ্রোজি-২ (EAL-9202) হাইব্রিড জাতটি ঢাকা, কুমিল্লা ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-২৯৬ ও এইচ-৪৫২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

জ) বায়ার ক্রপ সায়েন্স এর পুনঃট্রায়ালকৃত Arij Taj (H-96110) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৪২ ও এইচ-৪৭৪)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।
ঝ) এ সি আই এর পুনঃ ট্রায়ালকৃত ACI-2 (TSS 68) হাইব্রিড জাতটি রংপুর অঞ্চআচলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩২৫ ও এইচ-৪৭৫)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঞ) বায়র ক্রপ সায়েন্স এর পুনঃট্রায়ালকৃত Arij Dhani (H-07002) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৪ ও এইচ-৪৫৯)।

ট) ইউনাইটেড সীড স্টোর লিঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত WBR-2 (Modhumoti2) হাইব্রিড জাতটি রাজশাহী ও রংপুর অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষে যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩০৮ ও এইচ-৪৩২)। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

ঠ) সুপ্রিম সীড কোঃ এর পুনঃট্রায়ালকৃত Hybrid-4 (Heera-4) হাইব্রিড জাতটি ময়মনসিংহ অঞ্চলে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা হলো (২য় ও ৩য় বর্ষ যথাক্রমে কোড নং-এইচ-৩৩৬ ও এইচ-৪৩৭। উল্লেখ্য যে, এ জাতটি ইতোপূর্বে, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী অঞ্চলে সাময়িকভাবে নিবন্ধন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ হাইব্রিড ধানের এ্যামাইলোজ (Amylose) কমপক্ষে ২৪% থাকতে হবে যা ব্রি কর্তৃক পরীক্ষিত হবে। ইহা বোরো ২০০৯-১০ মৌসুমের ১ম বর্ষ ট্রায়ালের জাতসমূহ থেকে কার্যকর হবে।

শর্ত ১ ঃ বীজ আমদানী কারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ট্রায়াল আবেদন পত্রে অন্যান্য তথ্যের সাথে উৎস দেশের সংশ্লিষ্ট উদ্ভাবিত জাতের প্রদত্ত নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

শর্ত ২ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে বিক্রি করা যাবে না। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেওয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলেল জন্য নিবন্ধকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত ৩ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজার জাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।
শর্ত ৪ ঃ বীজের গুণাগুণ পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report সঠিক সময় বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট সরবরাহ করতে হবে।

শর্ত ৫ ঃ পুনঃট্রায়ালের ক্ষেত্রে কোন জাতকে দুইবারের বেশী পুনঃট্রায়াল করার অনুমতি দেয়া যাবে না।

শর্ত ৬ ঃ হাইব্রিড ধানের জাত বিদেশ থেকে আমদানীর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানকে নিজস্বভাবে উদ্ভাবনীতে উৎসাহিত করা হবে।

আলোচ্য বিষয়-বিবিধ-(ক) ঃ এনার্জি প্যাক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে ঝলক এবং বিজলী নামাকরণের আবেদন বিবেচনা।

ড. এস বি নাসিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, এনার্জিপ্যাক লিঃ এর নিবন্ধকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে ঝলক এবং বিজলী বাণিজ্যিক নামাকরণের নিমিত্তে সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট আবেদন করেছেন বলে সভাকে অবহিত করেন। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় উক্ত নাম পরিবর্তনের বিষয়ে কারো কোন আপত্তি আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে কোন আপত্তি না থাকায় নিম্ন বর্ণিত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে "ঝলক" এবং "বিজলী" বাণিজ্যিক নামাকরণ করার সিদ্ধান্ত সর্বোসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ এনার্জি প্যাক লিঃ এর নিবন্ধনকৃত এগ্রোজি-১ এবং এগ্রোজি-২ এর যথাক্রমে "ঝলক" এবং "বিজলী" বাণিজ্যিক নামাকরণ অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(হরি পদ মুজমদার)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ ওয়ায়েস কবীর)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।